N RIGHTS
SION
A - 91

# NOTE SHEET

123/WBHRC/SMC/17

29-03-2017

Enclosed is the news item clipping of the Dainik Statesman, a Bengali daily dated 29.03.2017, the news is captioned "কাটা পা নিয়ে চার ঘন্টা এমার্জেন্সির ট্রলিতে ফেলে রাখার অভিযোগ আরজিকরের"

Superintendent, R.G. Kar Medical College and Hospital is directed to submit a detailed report within 2nd May, 2017 enclosing there to :-

i. Address and particulars of the victim,

ii. Copy of Bed Head ticket and medical treatment given to the victim.

( Justice Girish Chandra Gupta )
Chairperson

Encl : News Item dt.29-03-2017

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

Upload in website.

...নিবাপণ সংস্থার। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে পৌঁছয়। তবে তার আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণ চলে আসে নিরাপত্তাকর্মীদের তৎপরতায়। বৈদ্যুতিক লাইনে গোলযোগের কারণেই এই ঘটনা ঘটছে বলে জানা গিয়েছে।

# কাটা পা নিয়ে চার ঘণ্টা এমার্জেন্সির ট্রলিতে ফেলে রাখার অভিযোগ আরজিকরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি**— অফিস টাইমে ভিড়ের চাপে ট্রেন থেকে পড়ে একটি পা বাদ যায় কৌস্তভ মোদক নামে এক যুবকের। গুরুতর আহত অবস্থায় কলকাতার আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছে যান পরিবারের লোকজন। কিন্তু আরজিকর হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে প্রায় ৪ ঘণ্টা ফেলে রাখা হয় ওই যুবককে। এমনটাই অভিযোগ যুবকের পরিবারের তরফে। তবে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু করে দায় সেরেছেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আবারও সামনে এল সরকারি হাসপাতালের গাফিলতির প্রমাণ। প্রশ্ন উঠল, কাটা পা নিয়ে আসা রোগীকে কেন অগ্রাধিকার দেওয়া হল না দ্রুত চিকিৎসার জন্য। মঙ্গলবার সকালে অফিস যাওয়ার সময় জগদ্দল স্টেশনের কাছে ২৬ নম্বর রেলগেটের কাছে ভিড়ের চাপে হাত ফসকে ট্রেন থেকে পড়ে যান ওই যুবক। স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁকে উদ্ধার করে জগদ্দল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু চোট গুরুতর থাকার জন্য আরজিকরে রেফার করে দেন সেখানকার চিকিৎসকরা। এরপরই কৌস্তভের দাদা সৌমেন মোদকসহ কয়েকজন তাঁকে নিয়ে আরজিকর হাসপাতালে ছোটেন। সৌমেনবাবুর অভিযোগ, আরজিকরের এমার্জেন্সি বিভাগে জুনিয়র ডাক্তাররা প্রাথমিক চিকিৎসা করে দেয় এবং তখনই ভর্তি নেওয়ার কথা বলেননি। তাঁদের যুক্তি ছিল, বড় ডাক্তার এসে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। এরপরই এমার্জেন্সির এক কোণে একটি ট্রলিতেই স্থান হয় গুরুতর জখম কৌস্তভের। বেলা সাড়ে বারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা, প্রায়সাড়ে চারঘণ্টা ওই ট্রলিতেই পড়ে থেকে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন ওই যুবক। কৌস্তভের বন্ধু সৌমিক সরকারের দাবি, 'আমরা বারবার বেডে নেওয়ার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁরা কোনও ব্যবস্থা নেননি। শেষে সকলে মিলে হাসপাতালের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হাতে-পায়ে ধরে কৌস্তভকে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হয়েছে।' তাঁকে আরজিকরের ট্রমা ইউনিটের আইসিইউতে রাখা হয়েছে। তাঁর ডান পায়ে অস্ত্রোপচার করতে হবে। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই সুনীল পাত্র নামে এক ব্যক্তির কাটা পা সমেত এক বেসরকারি হাসপাতাল ফেরত পাঠানোয় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এদিন কাটা পা সহ ভর্তি না নিয়ে ট্রলিতে ফেলে রাখার অভিযোগ উঠল সরকারি মেডিকেল কলেজের বিরুদ্ধেই। অবশ্য হাসপাতালের সুপার এই অভিযোগটি খতিয়ে দেখা হবে বলে দায় সেরেছেন।

# শ্লীলতাহানির অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

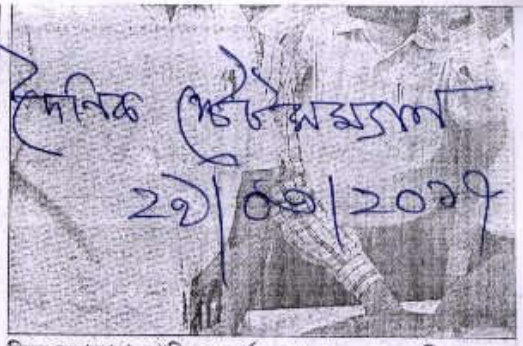



**নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২৮ মার্চ**— মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরে জলপাইগুড়ি থেকে হুগলি জেলা ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত স্কিল ট্রেনিং সেন্টারের উদ্বোধন করবেন। এর ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির এক অত্যাধুনিক পদক্ষেপের ছোঁয়া পেল হুগলি জেলার ইমামবাড়া সদর হাসপাতাল। তবে তা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এবারে এই পদক্ষেপ সরকারি হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্রীরা হাতে-

কলমে শিখতে পারে... হয়, বা অনুষ্ঠ নবাজ... ব্যবস্থা নেওয়া সরক... সফরে জলপাইগুড়ি। নার্সিং স্কুল থাকা সদর প্রযুক্তিসম্বলিত এই স্কি... করেন। এই উপলক্ষে... সদর হাসপাতালে এক... হয়। উপস্থিত ছিলেন তপন দাশগুপ্ত, জেল...

# অনুজ পাণ্ডেদের জা...

**আদালত সংবাদদাতা**— পশ্চিম মেদিনীপুরে নেতাই গ্রামে ২০১১ সালে ৭ জানুয়ারি নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর প্রভাবশালী একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা গুলি চালায়। বহু গ্রামবাসী মারা যান। এই ঘটনার পর সারা রাজ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশ একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এর মধ্যে পাঁচজনের জামিন খারিজ হল ডিভিশন বেঞ্চে।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অসীম রায় ও বিচারপতি শিবকান্ত প্রসাদের এজলাসে সরকারি আইনজীবী বলেন, কৃষিজমিতে শিল্প করার প্রতিবাদে ২০১১ সালে গ্রামবাসীরা আপত্তি জানায়। তৎকালীন সরকার সেই আপত্তিকে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। গ্রামবাসীরা নেতাই সহ আশপাশের

গ্রামে আন্দোল... রাজনৈতিক দ... গ্রামবাসী মারা য... শুরু করে। সর... নেতাই গ্রামে গ... নিয়ে তদন্তের চি... করে। নিম্ন আ... বিচারপতি রায়ে... ডালিম পাণ্ডে,... খালিলউদ্দিন ও... আইনজীবী ডিভি... দিলে তদন্তের ... খারিজ করে দেয়...